বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

৮৩-৮৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ

ফোন ঃ ০২২২৩৩৫৪০২৫; ই-মেইলঃ dgmbcbd@krishibank.org.bd

পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ (শানিব্যউবি) পরিপত্র নং- ১০/২০২৪ তারিখঃ ৩১ মার্চ ২০২৪

বিষয়ঃ "অপরাজিত স্কীম" প্রবর্তন প্রসঙ্গে।
(শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য)

১৬.৫২ কোটি জনসংখ্যার এই দেশে ৪৬ লক্ষ মানুষ বিভিন্নভাবে প্রতিবন্ধী/ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি। প্রয়োজনীয় ব্যাংকিং সেবার অভাবে তারা সাধারণ মানুষের তুলনায় কিছুটা পিছিয়ে রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে তাদেরকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় আনা প্রয়োজন। সঞ্চয়ের মানসিকতা বৃদ্ধি ও আর্থিক সুবিধা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের বিশেষ সঞ্চয় স্কীম সুবিধা প্রদান করার লক্ষ্যে আমানত স্কীম চালু করার প্রয়োজনীয়তা থেকে মাসিক জমা ভিত্তিক **"অপরাজিত স্কীম"** নামে একটি নতুন প্রডাক্ট চালু করার প্রস্তাব বিগত ১২-০৩-২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের ৮৫২তম সভায় উপস্থাপন করা হলে পর্ষদ কর্তৃক নিম্নোক্ত শর্তে সদয় অনুমোদন প্রদান করা হয়।

২.০। **হিসাবের নামঃ** "অপরাজিত স্কীম"।

২.১। **হিসাব খোলার যোগ্যতা ঃ**

২.১.১। বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রণীত **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩'** এর ধারা ২(১০) মোতাবেক "প্রতিবন্ধী ব্যক্তি" অর্থ ধারা ৩ এ বর্ণিত যে কোন ধরনের প্রতিবন্ধিতাসম্পন্ন কোন ব্যক্তি। অর্থাৎ প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের শারীরিক, মানসিক, বুদ্ধিগত, বিকাশগত, ইন্দ্রিয়গত ক্ষতিগ্রস্ততা এবং প্রতিকূলতার ভিন্নতা বিবেচনায়, প্রতিবন্ধিতার ধরণসমূহ নিম্নরূপঃ

ক) অটিজম বা অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডারস (autism or autism spectrum disorders)
খ) শারীরিক প্রতিবন্ধিতা (physical disability)
গ) মানসিক অসুস্থতাজনিত প্রতিবন্ধিতা (mental illness leading to disability)
ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিতা (visual disability)
ঙ) বাক প্রতিবন্ধিতা (speech disability)
চ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধিতা (intellectual disability)
ছ) শ্রবণ প্রতিবন্ধিতা (hearing disability)
জ) শ্রবণ-দৃষ্টিপ্রতিবন্ধিতা (deaf-blindness disability)
ঝ) সেরিব্রাল পালসি (cerebral palsy)
ঞ) ডাউন সিনড্রোম (Down syndrome)
ট) বহুমাত্রিক প্রতিবন্ধিতা (multiple disability)
ঠ) অন্যান্য প্রতিবন্ধিতা (other disability)

২.১.২। উপ-অনুচ্ছেদ ২.১.১ এ উল্লিখিত ১৮ বছর বা উর্ধ্বে সুস্থ মস্তিষ্ক সম্পন্ন শারীরিকভাবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/ প্রতিবন্ধী বাংলাদেশী নাগরিক মাসের যে কোনো কর্মদিবসে একক নামে (এককভাবে পরিচালনায় সক্ষম হলে) বা যৌথ নামে হিসাব খুলতে পারবেন।

২.১.৩। উপ-অনুচ্ছেদ ২.১.১ এ উল্লিখিত ১৮ বছর বা উর্ধ্বে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন যে ব্যক্তি এককভাবে হিসাব পরিচালনায় সক্ষম নয় তার পক্ষে আইনসঙ্গত অভিভাবক আলোচ্য স্কীম হিসাব খুলতে পারবেন।

২.১.৪। স্কীম হিসাব খোলার ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত 'প্রতিবন্ধী কার্ড' থাকতে হবে। অর্থাৎ **'প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩'** অনুযায়ী সমাজসেবা কার্যালয় হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করতে হবে। প্রতিবন্ধী/ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তি যে জেলার বাসিন্দা সেই জেলা হতে নিবন্ধন ও পরিচয়পত্র গ্রহণ করবেন।

২.২। **হিসাবের মেয়াদকাল ঃ** ০৩, ০৫, ও ০৬ বছর।

২.৩। **মাসিক কিস্তির পরিমাণ ঃ** ৫০০ টাকা বা তার গুণিতক তবে ২৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে নয়।

২.৪। **সুদ/মুনাফার হার ঃ** বার্ষিক ১০.২৫% হতে ১১.০০% চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রযোজ্য হবে।

মাসিক জমার পরিমাণ	মেয়াদকাল	সুদের হার	মেয়াদান্তে মোট প্রদেয় টাকা (৫০০/-)	মেয়াদান্তে মোট প্রদেয় টাকা (১০০০/-)	মন্তব্য
৫০০ টাকা বা তার গুণিতক, তবে ২৫,০০০ টাকার উর্ধ্বে নয়	৩ বছর	১০.২৫%	২০,৫০০/-	৪১,০০০/-	সরকারী নির্দেশনা মোতাবেক উৎসে কর ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আবগারী শুল্ক ইত্যাদি কর্তনপূর্বক হিসাবায়ন করা হয়েছে।
	৫ বছর	১০.৫০%	৩৭,৫০০/-	৭৫,০০০/-	
	৬ বছর	১১.০০%	৪৮,০০০/-	৯৬,০০০/-	

*** আয়কর রিটার্ন জমাদানের রশিদ থাকা সাপেক্ষে ১০% উৎসে কর কর্তন এবং বর্তমান প্রচলিত আবগারী শুল্ক হিসাব করে মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকার পরিমাণ হিসাবায়ন করা হয়েছে। তবে, আয়কর রিটার্নের প্রমানক না থাকলে এবং উৎসে কর ও আবগারী শুল্কের হার পরিবর্তন হলে প্রদেয় টাকার পরিমাণ কম হবে। ৫০০/- (পাঁচ শত) টাকা এবং ১০০০/- (এক হাজার) টাকা কিস্তি ধরে হিসাবায়ন করা হয়েছে। মাসিক জমার পরিমাণ গুণিতক হারে বাড়লে মেয়াদান্তে প্রদেয় টাকার পরিমাণ গুণিতক হারে বৃদ্ধি পাবে। তবে পরিমাণ গুণিতক হারে বাড়লে সরকার নির্ধারিত উৎসে কর ও আবগারী শুল্ক কর্তন বৃদ্ধি পাবে।*

চলমান পাতা-০২

২.৫। **উদ্দেশ্য ঃ** শুধুমাত্র বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন/ প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ আর্থিক নিশ্চয়তা সৃষ্টি এবং আর্থিক অন্তর্ভূক্তির মাধ্যমে ব্যাংকের আমানত বৃদ্ধি করা।

২.৬। **হিসাবের সুবিধাসমূহ ঃ**

২.৬.১। স্কীম হিসাবের মাসিক কিস্তি গ্রাহকের প্রতিবন্ধী সঞ্চয়ী হিসাব হতে স্বয়ংক্রিয়ভাবে স্থানান্তর প্রক্রিয়ায় জমা হবে। যদি ইতোপূর্বে গ্রাহকের নামে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকে প্রতিবন্ধী সঞ্চয়ী হিসাব খোলা না থাকে, তাহলে প্রতিবন্ধী সঞ্চয়ী হিসাব খুলতে হবে। এই সঞ্চয়ী হিসাবে যে কোনো পরিমাণ অর্থ যে কোনো সময় জমা ও উত্তোলন করা যাবে **(এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক জারিকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার ০১ তারিখ ২০ জানুয়ারি ২০১৫ অনুসরণ করতে হবে)**। তবে সঞ্চয়ী হিসাবে স্কীমের কিস্তি জমাকরণের মত পর্যাপ্ত অর্থ জমা থাকতে হবে। **অর্থ স্থানান্তরের জন্য কোন ফি বা অতিরিক্ত টাকা কর্তন করা হবেনা।**

২.৬.২। হিসাব মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পর টাকা উত্তোলনে ৩ মাসের বেশি বিলম্ব হলে অতিরিক্ত সময়ের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক, ব্যাংকিং প্রবিধি ও নীতি বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত বিআরপিডি সার্কুলার নং-১১, তারিখ ০৬ আগষ্ট ২০১৭ এ উল্লিখিত 'বিসিডি সার্কুলার নং-১৮/১৯৮৪ এর অনুচ্ছেদ ২(বি)(iii) মোতাবেক সুদাসলে প্রাপ্য টাকার উপর সঞ্চয়ী হিসাবের (Saving Account) নিয়ম অনুসারে সুদ প্রাপ্য হবে।

২.৭। **হিসাব খোলা ও পরিচালন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ**

২.৭.১। স্কীম হিসাব পরিচালনা করার জন্য আমানতকারীর নামে প্রতিবন্ধী সঞ্চয়ী হিসাব থাকা বাধ্যতামূলক। প্রতিবন্ধী সঞ্চয়ী হিসাব মাসের যে কোনো সময়ে খোলা যাবে। স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই সঞ্চয়ী হিসাব হতে প্রতি মাসের **১০ তারিখের** (১০ তারিখ ছুটির দিন হলে পরের দিন) মধ্যে স্কীম হিসাবে নির্ধারিত কিস্তির টাকা স্থানান্তরিত হবে। **এক্ষেত্রে স্থানান্তর ফি কর্তন করা হবে না।**

২.৭.২।আমানতকারীর একক নামে অথবা আমানতকারী ও তার বৈধ অভিভাবকের যৌথ নামে এ স্কীমের আওতায় ব্যাংকের নির্ধারিত আবেদন ফরমের মাধ্যমে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক-এর যে কোনো শাখায় মাসের যে কোনো কর্মদিবসে হিসাব খোলা যাবে।

২.৭.৩। বুদ্ধি/মানসিক চাহিদা সম্পন্ন হিসাবধারীর পক্ষে পিতা/মাতা অথবা আইনসঙ্গত অভিভাবকের মাধ্যমে স্কীম হিসাবটি পরিচালিত হবে। এক্ষেত্রে হিসাবধারীর ও বৈধ অভিভাবকের যৌথ স্বাক্ষর/টিপসই দ্বারা হিসাব খোলা এবং টাকা উত্তোলন করতে হবে। তবে, স্বাক্ষর/টিপসই প্রদানে অক্ষম হলে কেবলমাত্র আইনসঙ্গত অভিভাবকের স্বাক্ষর দ্বারা হিসাব খোলা ও টাকা উত্তোলন করা যাবে।

২.৭.৪। শারীরিক চাহিদা সম্পন্ন হিসাবধারীর ক্ষেত্রে এককভাবে অথবা এককভাবে হিসাব পরিচালনায় সক্ষম না হলে তার পক্ষে পিতা/মাতা অথবা আইনসঙ্গত অভিভাবকের মাধ্যমে হিসাবটি পরিচালিত হবে।

২.৭.৫। যেসকল শারীরিক চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তির ক্ষেত্রে উভয় হাত ব্যবহার অযোগ্য বা স্বাক্ষর/টিপসই প্রদানে অক্ষম তাদের ক্ষেত্রে পা/মুখ দ্বারা স্বাক্ষর (যদি সক্ষম হয়) দিয়ে হিসাব খোলা যাবে। অন্যথায়, কেবলমাত্র আইনসঙ্গত অভিভাবকের স্বাক্ষর দ্বারা হিসাব খোলা যাবে।

২.৭.৬। সকল ক্ষেত্রে চাহিদা সম্পন্ন হিসাবধারীকে টাকা উত্তোলনের সময় ব্যাংকে উপস্থিত থাকতে হবে।

২.৭.৭।হিসাব খোলার সময় হিসাবধারী এবং অভিভাবকের পূর্ণাঙ্গ পরিচিতি (KYC), জাতীয় পরিচয়পত্র/স্মার্ট কার্ড/জন্মনিবন্ধন সনদ/পাসপোর্ট এর ফটোকপি; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সরকার কর্তৃক প্রদত্ত প্রতিবন্ধী কার্ড এবং উভয়ের পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ০২(দুই) কপি ছবি প্রদান করতে হবে।

২.৭.৮। যদি টিআইএন (TIN) থাকে তবে হিসাব খোলার সময় **আয়কর রিটার্ন প্রত্যয়ন/রিটার্ন জমাদানের রশিদসহ টিআইএন (TIN) সার্টিফিকেট** (একক নামের হিসাবে কেবলমাত্র হিসাবধারীর এবং যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে হিসাবধারীর অথবা অভিভাবকের) জমা নিতে হবে এবং যথাযথভাবে হিসাব খোলার ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং সংরক্ষণ করতে হবে।

২.৭.৯।সরকার কর্তৃক আরোপিত উৎসে কর, আবগারী শুল্ক কর্তনযোগ্য হবে। তবে অন্যান্য চার্জ (যদি থাকে) ও ফি স্কীম হিসাব হতে কর্তনযোগ্য হবে না।

২.৭.১০। হিসাব খোলার ফরমে টাকার পরিমাণ ও মেয়াদকাল (অংকে ও কথায়) স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। কোনরূপ কাটাকাটি, ঘষামাজা, উপরিলিখন ও পরিমার্জন কোন অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হবে না। হিসাবধারী ও অভিভাবকের সকল তথ্যযোগে সঠিক ও পূর্ণাঙ্গভাবে ফরম পূরণ করতে হবে।

২.৭.১১। এ হিসাবের বিপরীতে কোন চেক প্রদান করা যাবেনা। অর্থাৎ হিসাবটি চেকবিহীন হবে।

২.৭.১২। নগদ জমার ক্ষেত্রে 'মাসিক কিস্তি জমাভিত্তিক স্কীমসমূহের জন্য প্রযোজ্য' অভিন্ন জমার স্লিপ ব্যবহার করতে হবে। এক্ষেত্রে অঞ্চল প্রধানগণ স্থানীয়ভাবে 'মাসিক কিস্তি জমাভিত্তিক স্কীমসমূহের জন্য প্রযোজ্য' লেখা সংবলিত জমার স্লিপ মুদ্রণপূর্বক শাখায় সরবরাহ করবেন। জমার স্লিপ সরবরাহ না হওয়া পর্যন্ত ইতোপূর্বে বিকেবি মাসিক সঞ্চয় স্কীম এবং বিকেবি লাখপতি স্কীম হিসাবের জন্য ব্যবহৃত জমা স্লিপ ব্যবহার করা যাবে। তবে এ সকল ইন্সট্রুমেন্ট এর উপরিভাগে "অপরাজিত স্কীম" সীল মেরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা পূর্বের লেখা কর্তনপূর্বক স্বাক্ষর করবেন।

২.৭.১৩। প্রতিটি হিসাবে বাৎসরিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ প্রদেয় হবে। মাসিক ভিত্তিতে সুদ প্রভিশন রাখতে হবে।

২.৭.১৪। মেয়াদপূর্তিতে অথবা মেয়াদপূর্ব নগদায়নের ক্ষেত্রে একক হিসাবধারীর অথবা হিসাবধারী এবং অভিভাবকের যৌথ আবেদনের প্রেক্ষিতে এ হিসাবের টাকা সংশ্লিষ্ট হিসাবধারীর সঞ্চয়ী হিসাবে স্থানান্তরের মাধ্যমে অথবা নগদ প্রদান ভাউচারের মাধ্যমে জমাকৃত অর্থ প্রদেয় হবে।

চলমান পাতা-০৩

২.৮। **কিস্তি খেলাপ হলে করণীয় ঃ**

২.৮.১। পরপর **০৩(তিন)টির অধিক** কিস্তি খেলাপ তথা টাকা স্থানান্তর করা সম্ভব না হলে স্কীম হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে (এক্ষেত্রে সিবিএস এ কিস্তি জমা না করার/হিসাব বন্ধের নির্দেশনা দেয়া থাকবে)। তবে ০৩(তিন) মাসের কিস্তির টাকা একত্রে ০৪(চতুর্থ) মাসের কিস্তিসহ পরিশোধ করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রতি হাজারে মাসিক ভিত্তিতে ২০ টাকা জরিমানা প্রদান করতে হবে। বন্ধ হিসাব পরবর্তীতে চালু করার স্বপক্ষে কোন আবেদন গ্রহণযোগ্য হবে না। এরূপ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হিসাবের ক্ষেত্রে ২.১১ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

২.৮.২। স্কীম হিসাবের সম্পূর্ণ মেয়াদকালে সর্বমোট **০৫(পাঁচ)টি কিস্তির বেশি খেলাপ করা যাবে না**। সেক্ষেত্রেও হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে এবং ২.১১ অনুচ্ছেদের নির্দেশনা প্রযোজ্য হবে।

২.৯। **মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাবধারী অথবা আইনসঙ্গত অভিভাবকের মৃত্যু হলে করণীয় ঃ**

ক) যৌথ স্কীম হিসাবের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন হিসাবধারীর মৃত্যুতে হিসাবটি বন্ধ করে দিতে হবে। এক্ষেত্রে হিসাবে জমাকৃত অর্থ আইনসঙ্গত অভিভাবক/ নমিনী প্রাপ্য হবেন।

খ) যৌথ স্কীম হিসাবের ক্ষেত্রে মেয়াদপূর্তির পূর্বে আইনসঙ্গত অভিভাবক মৃত্যুবরণ করলে, যথাযথ প্রমাণ দাখিল স্বাপেক্ষে পরবর্তী অভিভাবক এবং হিসাবধারীর যৌথ স্বাক্ষরিত আবেদনের মাধ্যমে হিসাবটি চলমান রাখা যাবে।

গ) হিসাবটি মেয়াদপূর্ণ হওয়ার পরে নগদায়নের প্রাক্কালে যদি জানা যায় যে, মূল হিসাবধারী বা অভিভাবক মেয়াদপূর্তির পূর্বে মৃত্যুবরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে পরিপত্রে নির্দেশিত শর্ত মোতাবেক পূর্ণাঙ্গ সুদসহ আসল প্রদান করতে হবে।

২.১০। **নমিনী মনোনয়ন সংক্রান্ত নিয়মাবলী ঃ**

২.১০.১। আমানতকারীকে ব্যাংকের প্রচলিত হিসাবের নিয়মে অবশ্যই নমিনী নিযুক্ত করতে হবে। আমানতকারী কর্তৃক সত্যায়িত নমিনীর জাতীয় পরিচয়পত্র/জন্মসনদের কপি এবং ০১ (এক) কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি হিসাব খোলার ফর্মের সাথে সংযুক্ত করতে হবে। নাবালক/নাবালিকাকেও নমিনী করা যাবে। এক্ষেত্রে নাবালক/নাবালিকার জন্মনিবন্ধন এর কপি ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি দিতে হবে।

২.১০.২। আমানতকারীর জীবদ্দশায় এবং হিসাবের স্থিতি গ্রহণের পূর্বে নমিনীর মৃত্যু হলে ঐ মনোনয়ন বাতিল বলে গণ্য হবে। সেক্ষেত্রে হিসাবধারী নতুন নমিনী মনোনয়ন করবেন। এছাড়া, আমানতকারী যেকোন সময় লিখিতভাবে তার বিদ্যমান নমিনী মনোনয়ন বাতিল করে নতুন করে নমিনী মনোনয়ন করতে পারবেন।

২.১০.৩। কেবলমাত্র আমানতকারীর মৃত্যুর পর নমিনী হিসাবের অর্থ প্রাপ্য হবেন। এক্ষেত্রে সাকসেশন সার্টিফিকেট গ্রহণের প্রয়োজন হবেনা এবং বিষয়টি শাখা পর্যায়েই নিষ্পত্তিযোগ্য হবে। এবিষয়ে, ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (সংশোধন আগস্ট ২০১১) এর ১০৩ ধারা মোতাবেক এবং বাংলাদেশ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা কর্তৃক জারিকৃত ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০২ তারিখ ১২ জুন, ২০১৭ মোতাবেক 'একক বা যৌথ আমানতকারীর মৃত্যুর পর তাদের মনোনীত নমিনী/নমিনীগণকে (নাবালকসহ) আমানতী অর্থ পরিশোধের নির্দেশনা' অনুযায়ী আমানতের টাকা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নমিনীকে হিসাবের অর্থ পরিশোধের সময় নিম্নোক্ত কাগজপত্রাদি গ্রহণ করতে হবে।

- আমানতকারীর মৃত্যু সংক্রান্ত সনদপত্র (ডাক্তারী সনদ ও মৃত্যু নিবন্ধন সনদ)।
- নমিনীর পরিচয়পত্র যাচাইয়ের জন্য জাতীয় পরিচয়পত্র/স্থানীয় চেয়ারম্যান/ওয়ার্ড কমিশনার/একজন গেজেটেড অফিসার বা ব্যাংকের ৯ম বা তদূর্ধ্ব গ্রেডের একজন কর্মকর্তার প্রত্যয়নপত্র।
- নমিনীর আইনানুগ অভিভাবকের আবেদনপত্র ও পাসপোর্ট সাইজের সত্যায়িত ছবি (নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে)।
- নাবালক/নাবালিকার ক্ষেত্রে নমিনীর আইনানুগ অভিভাবক কর্তৃক শাখার একজন আমানত হিসাবধারীর সাথে যৌথভাবে সম্পাদিত ইনডেমনিটি বন্ড (ক্ষতিপূরণ মুচলেকা)।

২.১১। **মেয়াদপূর্তির পূর্বে হিসাব বন্ধ করা হলে হিসাবায়ন ও টাকা উত্তোলন পদ্ধতি ঃ**

হিসাবধারী এবং আইনসঙ্গত অভিভাবক স্বশরীরে ব্যাংক শাখায় উপস্থিত হয়ে লিখিত আবেদনের মাধ্যমে মেয়াদপূতির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করতে পারবেন। মেয়াদপূর্তির পূর্বে আমানত হিসাবটি বন্ধ করা হলে নিম্নোক্ত নিয়ম অনুসরণ করে প্রাপ্য টাকা গ্রাহকের সঞ্চয়ী হিসাবের মাধ্যমে প্রদেয় হবে।

২.১১.১। হিসাব খোলার এক বৎসরের মধ্যে হিসাব বন্ধ করা হলে হিসাব খোলাকালীন সময়ে প্রচলিত সঞ্চয়ী হিসাবে প্রযোজ্য হার অপেক্ষা ১% বেশি হারে (৫.৫০% হারে সরল সুদ) সুদ/মুনাফা প্রাপ্য হবে।

২.১১.২। হিসাবের মেয়াদ ১(এক) বছরের অধিক কিন্তু ৩(তিন) বছরের কম হলে **৭.২৫%** সরল হারে সুদ/মুনাফা প্রাপ্য হবে।

২.১১.৩। ৩ (তিন) বছরের অধিক কিন্তু ৪(চার) বছরের কম হলে **৭.৫০%** সরল হারে সুদ/মুনাফা প্রাপ্য হবে।

২.১১.৪। ৪(চার) বছরের অধিক কিন্তু ৬(ছয়) বছরের কম হলে **৮.০০%** সরল হারে সুদ/মুনাফা প্রাপ্য হবে।

২.১১.৫। যে তারিখে মেয়াদপূর্ব নগদায়ন করা হবে, তার পূর্ববর্তী মাস সময়কাল পর্যন্ত (ভাঙ্গা মাস ব্যতীত) হিসাবায়ন করতে হবে।

২.১১.৭। প্রযোজ্য হারে আবগারী, উৎসে কর ও অন্যান্য সরকারী চার্জ কর্তনযোগ্য হবে।

২.১২। **সংশ্লিষ্ট হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান ঃ**

শুধুমাত্র এককভাবে স্বাক্ষর প্রদানে সক্ষম (একক হিসাবধারী) শারীরিক প্রতিবন্ধীগণকে আলোচ্য স্কীমের আওতায় লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে তার হিসাবের স্থিতি লিয়েন রেখে নিম্নবর্ণিত শর্তে ঋণ প্রদান করা যাবে। এছাড়া, অন্যান্য প্রতিবন্ধী হিসাবধারী কোন প্রকার ঋণ সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

চলমান পাতা-০৪

ঋণ সীমা	ঃ	হিসাবে জমাকৃত আসলের সর্বোচ্চ ৮০%।
ঋণের সময়কাল	ঃ	সর্বোচ্চ ০১(এক) বছর।
ঋণের প্রকৃতি	ঃ	সাধারণ ও লিমিট আকারে চলমান বা সিসি (এ ক্ষেত্রে সিসির নিয়মাবলী প্রযোজ্য হবে)।
ঋণ প্রাপ্তির যোগ্যতা	ঃ	হিসাব খোলার ০১ বছর পর হিসাবের বিপরীতে ঋণ সুবিধা প্রদান করা যাবে।
ঋণ মঞ্জুরীর ক্ষমতা	ঃ	শাখা ব্যবস্থাপক (লিমিট আকারে চলমান/সিসির ক্ষেত্রে স্ব স্ব মঞ্জুরী ক্ষমতায় ঋণ বিতরণযোগ্য হবে)।
সুদের হার	ঃ	এ স্কীম হিসাবের সুদের চেয়ে **২%** বেশী (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে চক্রবৃদ্ধি হারে)।
পরিশোধ পদ্ধতি	ঃ	কিস্তিতে অথবা এককালীন পরিশোধযোগ্য। ঋণটি কোন অবস্থাতেই শ্রেনীকৃত হতে পারবেনা। এ ধরনের সম্ভাবনা দেখা দিলে **"অপরাজিত স্কীম"** টি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয়পূর্বক অবশিষ্ট অর্থ গ্রাহককে প্রদান করতে হবে।
দলিল পত্রাদি	ঃ	ক) ডিমান্ড প্রমিসরি নোট। খ) লেটার অব লিয়েন। গ) লেটার অব এরেঞ্জমেন্ট। ঘ) লেটার অব ডিসবার্সমেন্ট। ঙ) সংশ্লিষ্ট আমানত হিসাবটি বন্ধ করে ঋণ হিসাব সমন্বয় (Set Off) করার সম্মতিপত্র।

২.১৩। বিশেষ নির্দেশাবলী ঃ

২.১৩.১। একক বা যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী হিসাবধারীর মৃত্যুর পর স্বয়ংক্রিয়ভাবে হিসাবটি বন্ধ হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে ২.১০ অনুচ্ছেদের নিয়ম মোতাবেক হিসাবায়ন করে হিসাবের অর্থ যথাযথ নিয়মে ও আইনসঙ্গত অভিভাবক কর্তৃক সত্যায়িত আবেদনপত্র প্রাপ্তি সাপেক্ষে নমিনী/উত্তরাধিকারীকে পরিশোধ করতে হবে।

২.১৩.২। যৌথ হিসাবের ক্ষেত্রে আইনসঙ্গত অভিভাবক মৃত্যুবরণ করলেও হিসাবটি বন্ধ করে দিতে হবে। পরবর্তীতে নতুন করে যথাযথ অভিভাবকসহ হিসাব খোলা যাবে।

২.১৩.২। এ স্কীমের বিপরীতে গৃহীত ঋণ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের পূর্বে আমানতকারীর মৃত্যু হলে আমানতের স্থিতি হতে ঋণের বকেয়া সমন্বয়ের পর অবশিষ্ট স্থিতি (যদি থাকে) আইনসঙ্গত অভিভাবকের সত্যয়নক্রমে নিযুক্ত নমিনী/উত্তরাধিকারীকে প্রদেয় হবে। কোন অবস্থাতেই ঋণের টাকা অসমন্বিত রাখা যাবে না।

২.১৩.৩। এ স্কীমের জন্য পৃথক লেজার সংরক্ষণ করতে হবে।

২.১৩.৪। স্কীমটি ব্যাংকের নিজস্ব উদ্যোগে প্রণীত বিধায় যে কোন সময় ব্যাংক কর্তৃপক্ষ এ প্রকল্পের যে কোন শর্ত সংশোধন বা বাতিল করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

২.১৩.৫। এ স্কীমের আওতায় খোলা হিসাব বিশেষ প্রয়োজনে ব্যাংকের এক শাখা হতে অন্য শাখায় স্থানান্তর করা যাবে।

২.১৩.৬। হিসাবের মেয়াদপূর্তির পর গ্রাহককে তার প্রাপ্য টাকা এককালীন প্রদেয় হবে। তবে, আবগারী শুল্ক ও সরকারী উৎসে কর কর্তনপূর্বক প্রাপ্য টাকা নির্ধারণ করতে হবে।

২.১৩.৭। মেয়াদপূর্তির পর হিসাবটি নবায়ন করা যাবে না। প্রয়োজনে এই স্কীমের আওতায় পুনরায় হিসাব খোলা যাবে।

৩.০। **হিসাব খাত ঃ** "অপরাজিত স্কীম" এর জন্য জেনারেল লেজারে ২৪১ "অপরাজিত স্কীম" মূলখাত, ১৩৩/৩৭BN "অপরাজিত স্কীম" এর উপর প্রদত্ত সুদ উপখাত (ব্যয় খাত) এবং ৪১/২১১ "অপরাজিত স্কীম" এর উপর সুদ প্রভিশন উপখাত নামে ০৩টি খাত নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া, "অপরাজিত স্কীম" হিসাবের বিপরীতে প্রদত্ত ঋণ উপখাত ১০৫/২৮, ঋণের সুদ আয় উপখাত ৪৬/১৬৫ এবং ঋণের সুদ প্রভিশন উপখাত ১৩১/২২০ নামে ০৩টি ঋণ হিসাব খাত নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.০। এ স্কীমটি প্রবর্তনের ফলে শাখাসমূহের আমানত বৃদ্ধি পাবে। স্কীমটি জনপ্রিয় ও আমানতকারীগণের নিকট আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক প্রচারণা চালাতে হবে; এ উদ্দেশ্যে শাখাসমূহ কর্তৃক দর্শনীয় স্থানে ব্যানার, পোস্টার ও লিফ্লেটের মাধ্যমে জনসাধারণকে অবহিত ও উদ্বুদ্ধকরণের জন্য মাঠ পর্যায়ে শাখা ও অন্যান্য কার্যালয়সমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদেরকে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ও ব্যাপক প্রচার কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ত থাকার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

৫.০। এমতাবস্থায়, উপরোক্ত শর্ত মোতাবেক "অপরাজিত স্কীম" হিসাব খোলার নির্দেশনা জারি করা হলো। নির্দেশনাটি **০১-০৪-২০২৪ খ্রিঃ** হতে কার্যকর হবে।

৬.০। উল্লেখ্য যে, এ বিষয়ে কোন ধরনের অস্পষ্টতা পরিলক্ষিত হলে বা স্পষ্টিকরণের প্রয়োজন হলে বিকেবি, শাখা নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবসা উন্নয়ন বিভাগ, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা তে যোগাযোগ করতে হবে।

অনুমোদনক্রমে-

আপনার বিশ্বস্ত

৩১/০৩/২০২৪

(মোহাঃ খালেদুজ্জামান)
মহাব্যবস্থাপক
পরিকল্পনা ও পরিচালন মহাবিভাগ

চলমান পাতা-০৫

নং-প্রকা/শানিব্যউবি-১(৫৯)অংশ-২/২০২৩-২০২৪/১১৩৯ তারিখঃ ৩১ মার্চ ২০২৪

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলোঃ-

০১। স্টাফ অফিসার, চেয়ারম্যান মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০২। চিফ স্টাফ অফিসার, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়ের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।
০৩। স্টাফ অফিসার, সকল উপব্যবস্থাপনা পরিচালক মহোদয়গণের সচিবালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রকা, ঢাকা।
০৪। স্টাফ অফিসার, সকল মহাব্যবস্থাপক মহোদয়ের দপ্তর, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৫। সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা। উপরোক্ত পত্রটি ব্যাংকের ওয়েব-সাইটে আপলোড করার জন্য আইসিটি সিস্টেমস, কার্ড ও মোবাইল ব্যাংকিং বিভাগকে অনুরোধ করা হলো।
০৬। বিভাগীয় নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল বিভাগীয় নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৭। উপমহাব্যবস্থাপক, সকল কর্পোরেট শাখা, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক, সকল মুখ্য আঞ্চলিক ও আঞ্চলিক কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
০৮। আঞ্চলিক নিরীক্ষা কর্মকর্তা, সকল আঞ্চলিক নিরীক্ষা কার্যালয়, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১০। সকল শাখা ব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক।
১১। নথি/মহানথি।

৩১.০৩.২৪

(কে. এম. হাবিব-উন-নবী)
উপমহাব্যবস্থাপক